আইইএস স্কুল এন্ড কলেজে ভর্তি চলছে।

আইইএস এর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব গুলো হচ্ছে :

অপেক্ষাকৃত পিঁছিয়ে পড়া দূর্বল শিক্ষার্থিদের উপযুক্ত নার্সিং এর মাধ্যমে সামনে নিয়ে আসার প্রানন্তকর প্রয়াস সহ লেখাপড়ায় মনোযোগী, অমনোযোগী, অগ্রসর ও দুর্বল শিক্ষার্থিদের যথাযথ বিন্যস্তকরণ ও তদানুযায়ী উপযুক্ত পাঠ উপস্থাপন করার বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় এখানে। একই সাথে, এখানে বেছে বেছে কেবল মেধাবীদেরই নয়, মেধায় মননে পিঁছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরও ভর্তি নিয়ে অভূতপূর্ব ফলাফল অর্জনের কাজটি করা হয় অত্যন্ত সুচারু ভাবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব মোঃ মনজুরুল হক বলেন, আমাদের শিক্ষার্থিরা যেমনি ভালো ফলাফলের অধিকারি, তেমনি তারা মেধাবিও। কারন, তারা সাজেশন ও নোট বিহিন আগাগোরা কেবল মূল পাঠ্যই অনুশীলন করে। যার স্বাক্ষর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমাদের ছেলেদের কৃতকার্যের হার এবং অভূতপূর্ব বোর্ড ফলাফল। যেমন, ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত আমাদের এসএসসি ও এইচএসসি এর পাসের হার ১০০%। অনুরুপ প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায়ও। গত সমাপানী ও জেএসসি পরীক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানের শতভাগ পাসসহ ৭০ জন প্রথম বিভাগ পায়। বিশেষকরে বিগত জেএসসি পরীক্ষায় একাধিক ট্যালেন্টপুল বৃত্তি সহ সাধারণ গ্রেডেও বৃত্তি পায়।
কলেজ সেকশনে ২০১২ সনের এইচএসসি পরীক্ষায় ৭০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে 'এ' প্লাস পায় ১৪ জন, এ গ্রেড ৩৪ জন সহ সর্বমোট ৬৮ জন পাশ করে। এবং এইচএসসি- ২০১১ সনেও ঈর্ষনীয় ফলাফল করেছে আই ই এস স্কুল এন্ড কলেজ। এদের ৪৭ জন অংশগ্রহণকারির সবাই পাশ করে অক্ষুন্ন রেখেছে ১০০% বা শতভাগ পাশের কৃতীত্ব। তন্মধ্যে গ্রেড এ+' পেয়েছে ০৯ জন, এ' ২৭ জন, এ-' ০৬ জন এবং বি গ্রেড পেয়েছে মাত্র ০৫ জন। জিপিএ ০৫ পেয়েছে ২০% ছাত্রছাত্রী ।

প্রতিষ্ঠানটি এভাবে ক্রমান্বয়ে প্রতিবছরই ভাল করছে। তবে সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় হচ্ছে; অত্যন্ত সীমিত ব্যয়ে পড়ুয়া অনেক নিম্ন মেধা/মানের ছেলে-মেয়েদেরকে এরা স্পেশাল কেয়ার তথা যত্ন দিয়ে আশাতিত ফলাফল এনে দিচ্ছে। অভিভাবক ভেবেছে সন্তান হয়ত টেনেটুনে পাশ করবে। অথচ দেখা যায় সেই ছেলে-মেয়ে জিপিএ-৪.০০/ ৫.০০ পেয়েছে। শুধু লেখাপড়া বা পাশ ফেলের বিচারেই নয়, এলাকা ভিত্তিক মেধাবী কন্টেস্টে যেমন: বিজ্ঞান মেলায় এবং খেলাধুলায়ও এদের শিক্ষার্থিরা শীর্ষ স্থানসহ বিভিন্ন স্তরে মেধার স্বাক্ষর রাখছে। যেমন, এটিএন বাংলার কুইজ প্রতিযোগিতায় ২০০৮ থেকে পরপর ০৩ বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জনসহ ঢাকা মহানগর পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১১ তে রানার্স আপ হওয়া সহ আন্ত: থানার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হ্যান্ড বলে বরাবরই চ্যাম্পিয়ন রানার্স আপ হয়ে আসছে। একই সাথে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় উত্তরা জোনে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

এদের উল্লেখযোগ্য সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমগুলো হচ্ছে; গ্রুপওয়ার্ক, অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন: বিতর্ক প্রতিযোগিতা, হামদ, নাত, আবৃতি ও বক্তৃতা প্রদান সহ বিভিন্ন স্টেজ প্রোগ্রাম, ইত্যাদি।

এখানে সুযোগসুবিধার মধ্যে রয়েছে; মেধাবি ও দরিদ্র শিক্ষার্থিদের জন্য হাফ ও ফুল ফ্রী'র ব্যবস্থা এবং জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্তদের ব্রত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। একই সাথে আছে সমৃদ্ধ পাঠাগার, আধুনিক বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাব। বিশেষ করে এখানে পিঁছিয়ে পড়াদের জন্য এবং পরীক্ষা সন্নিকটে থাকা কালিন সময়ে রয়েছে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা। এককথায় সীমিত খরচে উন্নত শিক্ষা সেবার সার্বিক ব্যবস্থা এখানে রয়েছে।
যোগাযোগ, ফোনঃ ৮৯১১১৮৪ এবং সেক্টর-০৫, রোড-৬/এ, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০